গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-৩ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

বিষয়: মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার (অক্টোবর ২০২৩) কার্যবিবরণী

সভাপতি : মোঃ খায়রুল আলম সেখ
সচিব
তারিখ ও সময় : ২৬ অক্টোবর ২০২৩, সকাল ১১.৩০ টা

সভাপতি ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে (Zoom Meeting) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা সভায় সংযুক্ত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অতঃপর সভাপতির নির্দেশক্রমে যুগ্মসচিব (প্রশাসন) আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিষয়সমূহ সভায় উপস্থাপন করেন। সভায় বিষয়ভিত্তিক বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

ক. মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ০২ নভেম্বর ২০১৪ তারিখে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় পরিদর্শনের সময় প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রতি মাসের ন্যায় সেপ্টেম্বর ২০২৩ মাসের প্রতিবেদন যথারীতি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় প্রেরণ করা হয়েছে। নির্দেশনা মোট ১৪টি, এর মধ্যে চলমান ০৭টি নির্দেশনার অগ্রগতি নিয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়।

ক্রম	নির্দেশনা	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
১৬.৮	ক. সমাজকল্যাণ পরিষদের জন্য জমির ব্যবস্থা করতে হবে;	(ক) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ নির্দেশনা মোতাবেক গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৩২, নিউ ইস্কাটন, ঢাকাস্থ ১১.৯৪ কাঠা জমি জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান করেছে।	
	খ. সমাজকল্যাণ পরিষদের জন্য বরাদ্দকৃত জমিতে বহুতল ভবন নির্মাণ করতে হবে যাতে একই ভবনে অন্যান্য দফতর একত্রিতভাবে কার্যালয় স্থাপন করতে হবে।	(খ) গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৩২, নিউ ইস্কাটন, ঢাকাস্থ ১১.৯৪ কাঠা জমি জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের অনুকূলে বরাদ্দ জমিতে বহুতল বিশিষ্ট সমাজকল্যাণ ভবন ৬৬ কোটি ৮০ হাজার টাকা ব্যয়ে নির্মাণ প্রকল্পটি ৩০ এপ্রিল ২০১৯ একনেক সভায় অনুমোদন হয়। জুন ২০২১ প্রকল্পের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে। পরবর্তীতে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ জুন ২০২৪ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়। প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির কারণে ডিপিপি সংশোধন করা প্রয়োজন।	(খ) ০৫ নভেম্বর ২০২৩ তারিখের মধ্যে সংশোধিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।
১৬.৫	(ক) প্রতিবন্ধী সেবা সাহায্য কেন্দ্র উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত সম্প্রসারণ করতে হবে।	দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে থেরাপিউটিক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ২০০৯-২০১০ থেকে ২০১৪-১৫ সময়কালে দেশের ৬৪টি জেলা ও ৩৯টি উপজেলায় মোট ১০৩টি প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র চালু করা হয়। এ সকল কেন্দ্রসমূহ হতে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে বিনামূল্যে থেরাপিউটিক, কাউন্সেলিং, রেফারেল সেবা এবং সহায়ক উপকরণ প্রদান করা হচ্ছে। ০২ এপ্রিল ২০১০ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আনুষ্ঠানিকভাবে "প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র' শীর্ষক কর্মসূচি উদ্বোধন করেন। উল্লেখ্য, 'প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র' উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত সম্প্রসারণের নিমিত্ত ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাসিক সমন্বয় সভায় ৫২৫-১০৩=৪২২টি প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র দুই পর্যায়ে প্রকল্পের মাধ্যমে স্থাপন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২৪ আগস্ট ২০২০ তারিখে ২১১টি প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র নির্মাণের ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে পাওয়া যায়। ২১১টি কেন্দ্রের মধ্যে প্রথম পর্যায়ে ২০টি প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে এডিপিতে অননুমোদিত নতুন প্রকল্পের তালিকায় অর্ন্তভুক্ত হয়েছে। সে আলোকে ডিপিপি পুর্নগঠণ করার জন্য জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।	ডিপিপিসমূহ পুর্নগঠণ করে দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

ক্রম	নির্দেশনা	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
১৬.৪	(ক) প্রতিবন্ধীদের শিক্ষাসহ সকল ধরনের প্রশিক্ষণ এবং প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে হবে; খ) জাতীয় সংসদ ভবনের পূর্বপাশে যে মুক ও বধির স্কুল ছিল সেখানে প্রতিবন্ধী ক্রিকেটারদের প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	(ক) বর্তমানে সারাদেশে এমপিওভুক্ত ৭৪টি বুদ্ধি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় পরিচালিত হচ্ছে। প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা কার্যক্রম একটি চলমান প্রক্রিয়া। (খ) জাতীয় সংসদ ভবনের পশ্চিম পার্শ্বের ৪.১৬ একর জমি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের খেলার মাঠ হিসেবে ব্যবহারের জন্য ১৮ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে ফাউন্ডেশনের অনুকূলে হস্তান্তর করা হয়। উক্ত জমিতে কোন বেস্টনী নির্মাণ না করে সবুজ লতা ও গুল্ম জাতীয় গাছ দিয়ে প্রস্তাবিত মাঠের অংশটি চিহ্নিত করে এবং ন্যূনতম প্রতিবন্ধী বান্ধব অবকাঠামো অর্থাৎ অস্থায়ীভাবে অপেক্ষাগার ও ওয়াশরুম নির্মাণ করার জন্য ৭ জুন ২০১৮ তারিখ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয় সাময়িক অনুমতি প্রদান করেন। উক্ত জমিতে খেলার মাঠ প্রস্তুতের জন্য স্থাপত্য অধিদপ্তর কর্তৃক একটি নক্সা প্রণয়ন এবং গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক ৭৫১.৫০ (সাত কোটি একান্ন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা ব্যয়ের প্রাক্কলন প্রস্তুতপূর্বক ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ তারিখ ডিপিপির খসড়া অনুমোদনের লক্ষ্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। পরবর্তীতে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে ২৯ জুলাই ২০২১ তারিখ মূলে ডিপিপি অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের বিষয়ে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় কর্তৃক আক্টোবর ২০২২ সালে ঠিকাদার কোম্পানীকে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। সে মোতাবেক ঠিকাদার কোম্পানী অবোকাঠামো নির্মাণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে যা, আক্টোবর ২০২৩ এ সম্পন্ন হবে। প্রকল্পের অবকাঠামো নির্মাণের কাজ চলমান।	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় কার্যক্রম মনিটরিং করতে হবে।
১৬.১	(ঘ) নির্বাচনী অঙ্গিকার অনুযায়ী প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, হিজড়া, দলিত, বেদে ও হরিজন সম্প্রদায়ের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে সুযোগ সৃষ্টি করে তাদেরকে সম্পদে পরিণত করতে হবে।	• নির্বাচনী অঙ্গীকার অনুযায়ী বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছিল। এ প্রকল্পে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনবল সৃষ্টি করে তাদের সম্পদে পরিণত করার লক্ষ্যে এ পর্যন্ত ২৬,৩৪৩ জনকে বিভিন্ন ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা এবং প্রশিক্ষণ শেষে ২০,২১৬ জনকে ১৮,০০০ টাকা করে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। প্রকল্পটি ডিসেম্বর ২০২২ এ সমাপ্ত হয়েছে। • হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মোট বাজেট ৬.৩২ কোটি টাকা। হিজড়া জনগোষ্ঠীর উপকারভোগীর সংখ্যা ৬৮৮০ জন। • বেদে জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মোট বাজেট ৯.২৮ কোটি টাকা এবং উপকারভোগীর সংখ্যা ৯,৪৬৪ জন। • অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মোট বাজেট ৬৮.৮৯ কোটি টাকা এবং উপকারভোগীর সংখ্যা ৮২,৫০৩ জন।	হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির উপর প্রস্তুতকৃত খসড়া নীতিমালা দ্রুত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।
১৬.৬)	আলনাহিয়ান ট্রাস্টের বনানীর জায়গা বহুতল বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ প্ল্যান, প্রাক্কলন ও কাগজপত্রসহ ইউএই কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণের ব্যবস্থা করতে হবে।	শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট (বাংলাদেশ)-এর বনানীস্থ ইউ.এ.ই.মৈত্রী কমপ্লেক্সের জমিতে বহুতল বিশিষ্ট দৃষ্টিনন্দন বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ বিষয়ে ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট (বাংলাদেশ)-এর ট্রাস্টি বোর্ডের ১০২তম সভায় 'সরকারিভাবে গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বনানীস্থ ইউ.এ.ই.মৈত্রী কমপ্লেক্সের জমিতে বহুতল বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ করা যায়' মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অর্থায়নের বিষয়টি পরবর্তীতে নির্ধারণ করা	স্থাপত্য অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ করে কাজের অগ্রগতি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

ক্রম	নির্দেশনা	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
		হবে। এ বিষয়ে ট্রাস্ট হতে সরকারিভাবে বহুতল বিশিষ্ট বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণের বিষয়ে সম্ভাব্যতা যাচাই ও সমীক্ষার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। এছাড়া, ০৮ মার্চ ২০২২ ও ১৫ জুন ২০২২ তারিখে প্রধান স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর বরাবর বনানীতে বহুতল বিশিষ্ট বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণের জন্য ড্রইং ও ডিজাইন প্রস্তুতপূর্বক প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয়। পরবর্তীতে স্থাপত্য অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার পরামর্শ মোতাবেক ডিজিটাল সার্ভে ও চাহিদামালা ৩০ জুন ২০২২ তারিখে স্থাপত্য অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে এবং এ বিষয়ে কার্যক্রম শুরু হয়েছে।	

খ. মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বিভিন্ন সভা, সমাবেশ ও দিবসে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রতি মাসের ন্যায় সেপ্টেম্বর ২০২৩ মাসের প্রতিবেদন যথারীতি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় প্রেরণ করা হয়েছে। প্রতিশ্রুতি মোট ১১টি, এর মধ্যে চলমান ০৬টি প্রতিশ্রুতির অগ্রগতি নিয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়।

ক্রম	প্রতিশ্রুতি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
০২	শেখ রাসেল দুস্থ শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র নির্মাণ	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন সমাজসেবা অধিদপ্তরের মালিকানাভুক্ত অব্যবহৃত জমি ব্যবহার করে প্রাথমিকভাবে ১৩টি জেলায় 'শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র (১৩টি) স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্প প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বিদ্যমান শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রসমূহের লক্ষ্যভুক্ত শিশুদের জন্য ছয় তলা ভিতের উপর ছয় তলা বিশিষ্ট প্রশাসনিক ও একাডেমিক (প্রশিক্ষণ) ভবন, ছয় তলা (১২০০ বর্গফুটের ২ ইউনিট) বিশিষ্ট কর্মকর্তা আবাসিক ভবন এবং ১০ তলা ভিতের উপর ১০ তলা (৬০০ এবং ৮০০ বর্গফুটের ২ ইউনিট) বিশিষ্ট কর্মচারী আবাসিক ভবন নির্মাণ অর্থাৎ স্থায়ী অবকাঠামো নির্মাণের জন্য জুলাই ২০২৩ থেকে জুন ২০২৬ মেয়াদে এবং ১০২৭৮০.৬৪ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে 'শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র (১৩টি) স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্পের প্রণীত ডিপিপি'র ০১ অগস্ট ২০২৩ তারিখে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে যাচাই সভা অনুষ্ঠিত হয়। যাচাই সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি ও প্রকল্পের জনবলের প্রস্তাব ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে মন্ত্রণালয়ে পাওয়া গেছে। এবং এ বিষয়ে কার্যক্রম চলমান।	কাজটি দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে।
০৩	জেলা সমাজসেবা কমপ্লেক্স নির্মাণ	"৬৪ জেলায় জেলা সমাজসেবা কমপ্লেক্স স্থাপন (প্রথম পর্যায়ে ২২ জেলা)" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছে। নির্মাণকৃত কমপ্লেক্সে জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, প্রবেশন কার্যালয়, শহর সমাজসেবা কার্যালয়/কার্যালয়সমূহ, সামাজিক অর্থনৈতিক কেন্দ্র এবং প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র-এর অফিস স্থানান্তর করা হয়েছে। ২য় পর্যায়ে, "৬৪ জেলায় জেলা সমাজসেবা কমপ্লেক্স স্থাপন (২য় পর্যায়ে ৩২ জেলা)" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় জুলাই ২০২৩ হতে জুন ২০২৬ মেয়াদে ১০৬৭ কোটি ১২ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ছয় তলা ভিতের উপর ছয় তলা সমাজসেবা কমপ্লেক্স নির্মাণের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পন্ন করে ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণের জন্য পুনর্গঠিত ডিপিপি ২৭ আগস্ট ২০২৩ তারিখে এ মন্ত্রণালয়ে পাওয়া গেছে। গেছে এবং এ বিষয়ে কার্যক্রম চলমান।	ডিপিপি'র কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।
০৪	প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিনামূল্যে চিকিৎসা ও থেরাপি সেবা পৌঁছে দেয়ার	দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে থেরাপিউটিক, কাউন্সেলিং, রেফারেল সেবা এবং সহায়ক উপকরণ প্রদানের লক্ষ্যে ২০০৯-২০১০ থেকে ২০১৪-১৫ সময়কালে দেশের ৬৪টি জেলা ও	ডিপিপি দ্রুত মন্ত্রণালয় প্রেরণ করতে হবে।

	লক্ষ্যে সরকারি অর্থায়নে পর্যায়ক্রমে দেশে প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হবে	৩৯টি উপজেলায় মোট ১০৩টি প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র চালু করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আনুষ্ঠানিকভাবে ০২ এপ্রিল ২০১০ তারিখে উল্লিখিত কর্মসূচি উদ্বোধন করেন। দুই পর্যায়ে প্রকল্পের মাধ্যমে ৫২৫-১০৩=৪২২টি 'প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র' উপজেলা পর্যায়ে সম্প্রসারণের লক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয়ের ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখের সমন্বয় সভার নির্দেশনা প্রদান করা হয়। প্রথম পর্যায়ে ২৪ আগস্ট ২০২০ তারিখে ২১১টি প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র নির্মাণের ডিপিপির মধ্যে প্রথমে ২০টি ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে এডিপিতে অননুমোদিত নতুন প্রকল্পের তালিকায় অর্ন্তভুক্ত হয়। ডিপিপি পুর্নগঠনের কার্যক্রম চলমান।	
০৫	প্রতিবন্ধী ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ	প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন এবং ক্রীড়াক্ষেত্রে তাঁদের পারদর্শিতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ক্রীড়াবিদদের জন্য ক্রীড়া কমপ্লেক্স স্থাপনের নিমিত্ত সাভার উপজেলাধীন বরাইগ্রাম ও দক্ষিণ রামচন্দ্রপুর মৌজার ১২.০১ একর জমি ইতোমধ্যে সরকার কর্তৃক বরাদ্দ পাওয়া গেছে। উক্ত জমিতে ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণের জন্য গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক ৪৪৭ কোটি ৫৪ লক্ষ ৭ হাজার টাকার প্রাক্কলন সম্পন্ন ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত ডিপিপি ১৬ মার্চ ২০২১ তারিখ একনেকে অনুমোদিত হয়েছে। ২৬ আগস্ট ২০২১ তারিখ একনেক কর্তৃক 'বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের প্রশাসনিক অনুমোদন জারী করা হয়েছে। ০৭ নভেম্বর ২০২১ তারিখ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করা হয়েছে। প্রকল্পের চুড়ান্ত ও বিস্তারিত নকশা প্রস্তুত ও অনুমোদন, গণপূর্ত অধিদপ্তর হতে সকল কাজের স্থাপনার বিস্তারিত প্রাক্কলিত মুল্য প্রাপ্তি ও অনুমোদন, গণপূর্ত অধিদপ্তর হতে আরবরিকালচার বিস্তারিত নকশা ও প্রাক্কলিত মূল্য প্রাপ্তি ও অনুমোদন, ডিপিপি সংশোধন, গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক দরপত্র আহ্বান ও ভৌতকাজ জরুরীভিত্তিতে প্রক্রিয়াকরণ, বৈদেশিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ, ২০২২-২৩ অর্থবছরের আরিএডিপিতে ব্যয় নির্ধারণ, পিইসি সভা আহ্বান ইত্যাদি কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রকল্পটির অবকাঠামোগত কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে শুরু করার জন্য প্রয়োজনীয় সংশোধনী ডিপিইসি সভায় মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। বর্তমানে প্রকল্পটির কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে চলমান রয়েছে।	মন্ত্রী মহোদয়ের সাথে আলোচনা করে উদ্বোধনের তারিখ নির্ধারন করতে হবে।
০৬	প্রতিবন্ধীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সীমিত। তাঁদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা। প্রতিবন্ধিতার ধরণ অনুযায়ী উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে স্থানীয় পর্যায়ে কর্মসংস্থান ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।	জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন এর তত্ত্বাবধানে ২০১৬ সালে কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশনে ও ২০১৮ সালে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে দুই দিনব্যাপী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কর্মসংস্থান মেলার আয়োজন করা হয়। ২০১৬ সালে ৪০ জন এবং ২০১৮ সালে ৬৫ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে তাৎক্ষণিকভাবে চাকুরি প্রদান করা হয়। ফাউন্ডেশনের Job Placement শাখা হতে তাদের নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কর্মসংস্থানের নিমিত্ত যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আওতাধীন যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের মাধ্যমে তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে দক্ষতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। তাছাড়া জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের আওতায় প্রতিন্ধিতার ধরন অনুযায়ী উপযুক্ত কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদানের নিমিত্ত "প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন ও প্রশিক্ষণ প্রদান" শীর্ষক ৫ বছর মেয়াদী একটি প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।	"প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন ও প্রশিক্ষণ প্রদান" শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি ২০ নভেম্বর ২০২৩ এর মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।
০৯	গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় অবস্থিত সরকারি পথ শিশু আশ্রয় কেন্দ্রের আদলে দেশের	গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় অবস্থিত সরকারি পথ শিশু আশ্রয় কেন্দ্রের আদলে দেশের সকল জেলায় প্রতিবন্ধী ও দুস্থ পথ শিশু আশ্রয় কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে প্রথম পর্যায়ে বৃহত্তর ১৯টি জেলায়	অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।

	সকল জেলায় প্রতিবন্ধী ও দুস্থ পথ শিশু আশ্রয় কেন্দ্র স্থাপন।	উপকারাগারের জমিতে (জমিগুলো সামজসেবা অধিদফতরের তত্ত্বাবধানে ছিল) স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। কিন্তু জমি প্রাপ্তিতে জটিলতা সৃষ্টি হওয়ায় এ উদ্যোগ বাঁধাগ্রস্থ হয়। অন্যদিকে উপকারাগারের জমি প্রাপ্তি ও জমি অধিগ্রহণ সম্ভব হলে জেলাসমূহে এ উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। এর পরিপ্রেক্ষিতে, গোপালগঞ্জের টুঙ্গীপাড়ায় অবস্থিত সরকারি পথ শিশু আশ্রয় কেন্দ্রের সাথে 'শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র' নামক কার্যক্রমটির সরাসরি কোন সম্পৃক্ততা না থাকলেও প্রতিষ্ঠান দুইটির নামকরণ, লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য অভিন্ন। গোপালগঞ্জের টুঙ্গীপাড়ায় অবস্থিত সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন সমাজসেবা অধিদফতর দ্বারা পরিচালিত **"শেখ রাসেল দুস্থ শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র"** নামক প্রতিষ্ঠানটি ছয় থেকে ১৮ বছরের দুস্থ শিশুদের পারিবারিক পরিবেশে স্নেহ, ভালবাসা ও আদর-যত্নের সাথে লালন পালন, তাদের শারীরিক, মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ সাধন, স্বনির্ভরতার জন্য প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ২০০১ সালে যাত্রা শুরু করে। প্রতিষ্ঠানটির উদ্দেশ্য হচ্ছে দুস্থ শিশুদের জন্য উন্নততর জীবন নিশ্চিত করা, দুস্থ শিশুদের শিক্ষা ও কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে স্বনির্ভরতা অর্জন ও পুন:মর্যাদার সাথে সমাজে পুনর্বাসন।	

২। অতঃপর আর কোন আলোচনা না থাকায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের আশাবাদ ব্যক্ত করে এবং উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মোঃ খায়রুল আলম সেখ
সচিব